

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সেমিনার নজরুল তাঁর বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহে রূপ দিয়েছিলেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে 'পয়েট নজরুল ইন এ গ্লোকাল পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। উদ্বোধক ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন নজরুল স্কলার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. উইলসন লেথলি এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. র্যাচেল ম্যাকডরমট। সভাপতিত্ব করেন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান। উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। প্রধান অতিথি বলেন, নজরুলের বিদ্রোহ ছিল এই ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এদেশে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। নজরুল তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও গানে এই আন্দোলনকে তুলে ধরেছিলেন। নজরুল তাঁর বিদ্রোহকে তাঁর কবিতা ও গানে মহাবিদ্রোহে রূপ দিয়েছিলেন।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের
নজরুল বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা

উদ্বোধকের বক্তব্যে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম 'গ্লোকাল' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, নজরুলের চিন্তা ও দর্শনে দেশীয় ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। তিনি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা ও তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ দেন। ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. উইলসন লেথলি তাঁর 'দ্য আইডিয়া অব পার্মানেন্ট রেভলুশন' শীর্ষক প্রবন্ধে আমেরিকার স্থপতি টমাস জেফারসন, দার্শনিক কার্ল মার্ক্স, মাও সেতুং ও গান্ধীর বৈপ্লবিক চিন্তার সাথে নজরুলের বৈপ্লবিক চিন্তার স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি নজরুলের বৈপ্লবিক ভাবনাকে মানবতার স্থায়ী সম্পদ বলে অভিহিত করেন। তিনি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রসঙ্গে বলেন, বিদ্রোহ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হতে পারে। এই বিদ্রোহ একটি ভূখণ্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. র্যাচেল ম্যাকডরমট তাঁর 'দ্যা ফেস অব মিসফরচুন: এন্সপ্রোরিং দ্যা ট্র্যাডিশন অব এ ডিসিসিড হিরো' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের যৌবন ও বার্ধক্যের অসংখ্য অলোকচিত্র তুলে ধরে তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যাখ্যা দেন। নজরুলের কর্ম ও দর্শনের মধ্যেই অবচেতনভাবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বপন হয় বলে তাঁর প্রবন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সহকারী অধ্যাপক শান্তনু দাশের সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে তুলে ধরেন এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের নজরুল বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা

নজরুল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার কবি : অনুপম সেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বিদেশিরা এসেছে। এদেশে আর্য এসেছে, পাঠান এসেছে, মোঘল এসেছে, ছন এসেছে। তারা এখানে এসে একসঙ্গে লীন হয়েছে। এদেশে ব্রিটিশরাও এসেছিল। তবে এখানে আসা অন্যদের সঙ্গে তারা লীন হয়নি, এদেশের বাসিন্দা হয়নি। তারা ১৭৫৭ সালে এদেশ দখল করে নেয় এবং তিন বছরের মধ্যে এদেশ থেকে তৎকালীন ৫০০ কোটি পাউন্ডের সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে ১৭৬০ দশকে ইংল্যান্ডে ১ম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত করে। তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠন ১৯০ বছর চলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল এই ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এদেশে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। নজরুল তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও গানে এই আন্দোলনকে তুলে ধরেছিলেন। নজরুল তাঁর বিদ্রোহকে তাঁর কবিতা ও গানে মহাবিদ্রোহে রূপ দিয়েছিলেন। গতকাল সোমবার বিকেল ৩ টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে 'পয়েট নজরুল ইন এ গ্লোকাল পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ● পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪.

নজরুল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার

● শেষ পৃষ্ঠার পর

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য উদ্বোধক ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন প্রসিদ্ধ নজরুল কলার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. উইল্টন লেংলি এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. র্যাচেল ম্যাকডরমট। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান। উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও একশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. অনুপম সেন আরো বলেন, নজরুল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার কবি। তাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনা চলে হাইনের, কিছুটা বায়রনের। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, আমরা যুদ্ধে ও জেলে যাওয়ার সময় নজরুলের কবিতা পড়বো, গান গাইবো। ড. সেন উল্লেখ করেন, নজরুল ইসলাম এই বিশ্বে সাম্যেরও একজন মহাসাধক।

উদ্বোধকের বক্তব্যে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম 'গ্লোকাল' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, নজরুলের চিন্তা ও দর্শনে দেশীয় ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। তিনি বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তার একত্রে তুলে ধরেন। তিনি নজরুলের 'বিন্দোহী' কবিতা ও তাঁর বৈপ্রবিক চেতনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ দেন।

ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. উইল্টন লেংলি তাঁর 'দ্যা আইডিয়া অব পার্মানেন্ট রেভলুশন' শীর্ষক প্রবন্ধে আমেরিকার স্থপতি টমাস জেফারসন, দার্শনিক কার্ল মার্ক্স, মাও সেতুং ও গান্ধীর বৈপ্রবিক চিন্তার সাথে নজরুলের বৈপ্রবিক চিন্তার স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি নজরুলের বৈপ্রবিক ভাবনাকে মানবতার স্থায়ী সম্পদ বলে অভিহিত করেন। তিনি নজরুলের 'বিন্দোহী' কবিতা প্রসঙ্গে বলেন, বিন্দোহ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হতে পারে। এই বিন্দোহ একটি ভূখণ্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. র্যাচেল ম্যাকডরমট তাঁর 'দ্যা ফেস অব মিসফরচুন: এন্সপ্রোরিং দ্যা ট্র্যাডিশন অব এ ডিসিসড হিরো' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের যৌবন ও বার্বকোর অসংখ্য আলোকচিত্র তুলে ধরে তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যাখ্যা দেন। নজরুলের কর্ম ও দর্শনের মধ্যেই অবচেতনভাবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বপন হয় বলে তাঁর প্রবন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সহকারী অধ্যাপক শান্তনু দাশের সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে তুলে ধরেন এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিজ্ঞপ্তি



আমাদনি জটিলতায় শীতের
পোষাক ব্যবসায়ীরা



সচেতনতাই যৌতকের
অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে



বিপিলের প্রথম
শতক আজম খানের



ওজন কমিয়ে যা বললেন দীর্ঘ
তরুণ প্রজন্মের ডিম্বাণু গ্রহণে ফার্মিন দীর্ঘ। সম্প্রতি
শারীরিক ওজন বৃদ্ধির জন্য পিটকের শিকার হয়েছেন তিনি। আর
তাই ছাড়া বেকি ওজন কমিয়ে চাকরি লিফট এ অভিনেত্রী।
বিক্রান্ত ▶ পৃষ্ঠা ৩



'পয়েট নজরুল ইন অ্যা গ্লোবাল পারসপেকটিভ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে মাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. উইনসটন ল্যাংলির হাতে সম্মাননা ফ্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন-সুপ্রভাত

আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমেরিকান গবেষক ড. উইনসটন ল্যাংলি নজরুল পুঁজিবাদ বা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক »

'নজরুলের কবিতায় পুঁজিবাদের সমালোচনা আছে। যে পুঁজিবাদের শোষণপ্রবণতার কথা কার্ল মার্কস বলে গেছেন। তিনি শোষিত শ্রেণির পক্ষে কথা বলেছেন। বিশ্বের শ্রমিকেরা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাটা পাচ্ছে না। শ্রমিকেরা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেলে আলাদা করে স্বাধীনতার দরকার নেই। তাই তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।' ৯ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াসা ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আয়োজিত 'পয়েট নজরুল ইন অ্যা গ্লোবাল পারসপেকটিভ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে মাসাচুসেটস

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. উইনসটন ল্যাংলি এসব কথা বলেন। ল্যাংলি রচিত 'দ্যা আইডিয়া অব পারমানেন্ট রেভোলুশন ইন দ্যা রেবেল' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'নজরুল সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি একজন সহানুভূতিশীল মানুষ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত মানুষের কবিতা পরিণত হয়েছেন। এবং যখন কোনো মানুষ সহানুভূতিশীল হয় তখন তিনি বঞ্চিত-শোষিত সকলের অনুভূতিকে ধারণ করতে পারেন এবং এটিই তাঁকে বিপ্লবী করে তোলে। তাঁর মধ্যে চিরস্থায়ী বিদ্রোহ চেতনা বিকশিত এবং বদ্ধমূল হয়। এভাবেই রচিত হয় 'বিদ্রোহী' কবিতা এবং এভাবেই জন্ম হয় একজন বিদ্রোহী কবির।' ▶ ৭ম পৃষ্ঠার ২য় কলাম

নজরুল পুঁজিবাদ বা জাতীয়তাবাদে

► শেষ পৃষ্ঠার পর

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহীত উল আলম। বিশ্ববিদ্যালয়টির ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সভাপতি সাদাত জামান খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নার্ড কলেজের শিক্ষক ও গবেষক ড. রাচ্যাল ম্যাকডারমোট। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শান্তনু দাশ।

ড. রাচ্যাল ম্যাকডারমোট তাঁর 'দ্যা ফেস অব মিচফরচুন : এক্সপ্লোরিং দ্যা পিকটোরিয়াল ট্র্যাডিশন অব অ্যা ডিজিসড হিরো' শীর্ষক নজরুল বিষয়ক আলোচনাকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করেন। যেখানে তিনি নজরুলের জীবনকে বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। নজরুলের অসুস্থতার উন্মেষের বীজ যে তাঁর নিজের শরীরেই বহমান ছিল, আলোচক তা বহু তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, নজরুলের একটি ছবিতে দুটি চোখের দৃষ্টির অভিমুখ দুদিকে। যেটি মারাত্মক স্নায়ুরোগের লক্ষণ। যা তিনি নজরুল সম্পর্কে জানতে গিয়ে লক্ষ করেন। বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাত নজরুলকে তিলে তিলে অসুস্থতার দিকে ধাবিত করে। যার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতকে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, '১৯৮৯ সালে আমি যখন নজরুলের ছবি দেখেছিলাম তা আমাকে নিঃসন্দেহে সংবেদনশীল করেছে। নজরুলের প্রতি আমার সহানুভূতি আরও গভীর করেছে এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বহু বছর ধরে সেই অতল গহ্বরে ডুব দেওয়ার জন্য। মনের সর্বমূল্য ক্ষতি কেমন হতে পারে তা কল্পনা করার জন্য। এবং যখন আমি তা উপলব্ধি করলাম আমি কৃতজ্ঞতার সাথে ফিরলাম।'

অধ্যাপক অনুপম সেন বলেন, 'ব্রিটিশেরা উপমহাদেশের অংশ হয়নি। আমাদের সম্পদ নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে একাত্ম হবার চেষ্টা করেনি। তবে ব্রিটিশদের আগে যারা এখানে এসেছে তারা সবাই আমাদের অংশ হয়েছে। অবশ্যই আমরা স্বীকার করি, ব্রিটিশেরা আমাদের মনের ভেতরে অনেক নতুন নতুন প্রগতির ধারণা গেঁথে দিয়ে গেছে। এখানে ক্যাপিটালিজম ছিল কিন্তু ন্যাশনালিজম হয়নি। বরং আমরা বুঝতে পারছিলাম আমরা গরিব থেকে আরও গরিব হয়ে যাচ্ছি।'

অধ্যাপক মোহীত উল আলম বলেন, 'নজরুলের জীবনটা একটা রক্তাক্ত জীবন। কমরেড মোজফফর আহমদ দেখেন, সারারাত জেগে নজরুল কবিতা লেখেন। তাও কলমে নয়, পেনসিলে। সকালে নজরুল তাকে দেখিয়ে বলেন 'এই কবিতাটা আমি লিখেছি'। সেটিই ছিল বিদ্রোহী কবিতা। সেটি জানুয়ারি মাসেই বিজলী পত্রিকায় প্রকাশ হয়। আজও ৯ জানুয়ারি। এ বছরই নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। তাই আমার মনে হয় তাঁকে সন্মান জানানোর ক্ষুদ্র কিন্তু সফল চেষ্টাটি আমরা করতে পেরেছি। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও নজরুলকে তাঁর ৭৪ বছর বয়সে দেশে এনে নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির সন্মান দিয়েছেন। তাদের দুজনেরই স্বপ্ন ছিল দেশ থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণ। আমাদেরও কাজ হবে সে লক্ষ্যে কাজ করা।'

সভাপতির বক্তব্যে সাদাত জামান খান বলেন, 'কবি নজরুল সাম্যের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে, কবিতার মাধ্যমে নেচে বেড়িয়েছেন সর্বত্র। তিনি অস্থিতিশীল অবস্থার অবসানের জন্য প্রতিবাদী হয়েছেন। আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর এই ভূমিকাকে আসলে খুবই ইতিবাচক অর্থে 'নৈরাজ্যবাদ' বলা যায়। অর্থাৎ তিনি পুরোপুরি পুঁজিবাদ বা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলা যায় না।'